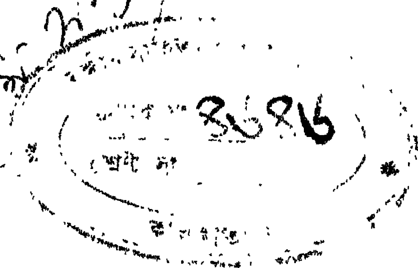
নেকলেস



শ্রীভবতারণ

মূল্য ।/০ আনা ।

২৬৪৬

প্রীতি উপহার।

ভাই মোহিনি!

পল্লি চিত্র "নেকলেস" আদরে তোমার
দিলাম কোমল করে;—রেখো সযতনে।
সহায় সম্পদ হীন এই অভাগার
অন্য কিছু নাহি আর উপহার দানে।

এ সংসার নাট্যশালে যে দৃশ্য সতত
ফুটিছে—টুটিছে পুনঃ;—চির সুখী জন
কেমনে বুঝিবে তাহা? কে জানিবে তত?
চির দুঃখী জন জানে ব্যথিত বেদন।

তোমার সংসার চিত্র—যাহা সর্ব্বক্ষণ
চিত্রিত উভয় চিতে;—সেই স্মৃতিহার
অন্যের উপেক্ষা যাহে,—যাহে অনাদর;
পাবে নাকি সমাদর নিকটে তোমার?

পরশপী
ফাল্গুন পূর্ণিমা
১৩১৬ সাল।

তোমার—
দাদা।

কলিকাতা,

১৫৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হেবল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।



নেকলেস।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

„ কুমি! কুমি! ও কুমি! ও পোড়ার মুখি!

„ কেনরে পোড়ার মুখো! ডাক্‌ছিস কেন?

„ ডাক্‌ছি কেন তা বুঝতে পারলিনি, তোর পোড়া মুখ কি আমার পোড়া মুখ তাই দেখ্‌বো বলে।

„ এই দেখ্‌।

„ কুমি ওরফে কুমুদিনী রাগে গর গর করিতে করিতে কনিষ্ঠ সুধাংশুর নিকটে আসিয়া বলিল—“উনি যেন আমার বড় দাদা আর কি? তাই কেবল কুমি কুমি। আ আমার পোড়া কপাল।

„ তা বেশ। তোর মুখও পোড়া আবার কপালও পোড়া?

„ কুমুদিনী বলিল—"নে তোর ন্যাকাপনা রাখ। এত ডাকাডাকি হচ্ছে কি জন্য ?

„ বুঝতে পারলিনি ?

„ বুঝেছি।

„ কি জন্য বল দেখি ?

„ তা আমি জানিনা। কি বলিস্ ত বল। দুধ খারাপ হয়ে যায়।

„ কুমুদিনী রন্ধন গৃহাভিমুখে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল। সুধাংশু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—তোকে কি সুধু দেখা দেবার জন্য ডাকা হলো বুঝি ?

„ কুমুদিনী রাগে ফুলিয়া উঠিয়া বলিল—"দেখ সুদো! তুই যদি আমাকে দিদি না বলে ও রকম নাম ধরে ডাক্‌বি তা হ'লে মাইরি বল্‌চি তোর কথা আর শুন্‌ব না।

„ কেন তোকে দিদি বলে ডাক্‌ব ?

„ আমি না তোর চেয়ে বড় ?

„ কিসে বড় ?

„ বয়েসে।

„ ওঃ বয়সে বড় ? মাথায় বড় না হ'লে আমি তোকে দিদি বলতে পার্‌বনা।

„ তবে আমিও তোকে সুদো বলে ডাক্‌ব।

„ তা ডাকিস, আমার তাতে ভারি ক্ষতি হবে।

ভ্রাতা ভগ্নির এ বিবাদ এই খানেই আপোষ হইয়া গেল। কুমুদিনী একটু সুর নরম করিয়া বলিল—ডাক্‌চিস্ কিজন্য বল্ ?

,, মা কোথায় ?

,, মা কোথায় তা আমি কি জানি। চব্বিশ ঘণ্টা কি মা তোমার কাছে বসে থাকবে ? আর কি কোন কাজ কর্ম্ম নাই ?

,, কাজ কর্ম্ম আবার কি ?

,, না তা আর কেন।

,, তবে তুই আছিস্ কি জন্য ?

,, আমি বুঝি তোর বাড়ীর দাসী ? তাই কেবল খেটে খেটে মরব ?

,, দোক্তা তামাক আর চুয়ার তেলে যে মাসে একটা করে টাকা যায় সেটা কিসের জন্য বল দেখি ?

,, "কুমুদিনী রাগ করিয়া বলিল আজ মা আসুক, তাঁকে বলে তোর টাকা তোকে ফিরিইয়ে দেব। কেন আমি কি তোর বাড়ী ঝি ? তাই তুই আমার মাসে মাসে একটা করে টাকা দিস ? আমার কি কিছু নেই নাকি ?

,, "সুধাংশু ঈষৎ হাসিমুখে বলিল—তোর সব আছে তা আমি জানি। সুর একটু নরম করিয়া বলিল—"কিন্তু দিদি আমার দুঃখত বুঝ্লিনি। ক'টা পয়সাই বা মাইনে পাই, এই মাইনের ভেতর থেকে একটা বার লোক পোষা আমার বাবার সাধ্যি ও নেই"।

,, "কুমুদিনী হাসিয়া বলিল তা বাইরের লোক আন্লে কি আর মাইনে দিতে হবে শশি ?

শশি আশ্চর্য্যান্বিতের ন্যায় কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিল বিনা বেতনে বাইরের লোক আমাদের ঘরের কাজ করে দিয়ে যেতে পারে ?

কুমুদিনী পূর্ব্ববৎ হাসি মুখে বলিল—"পারে বই কি"।

সুধাংশু বলিল—তবে ত তার হৃদয়ে বেশ দয়া আছে।

,, মা ও তাই বলেন। তবে এখন হুজুরের মত হ'লেই হ'য়ে যায় বুঝেছ কর্ত্তা ?

,, হ্যাঁ হ্যাঁ তা বুঝিছি। কিন্তু একটা কথা বলি—তাকে কি খেতে দিতে হবে নাকি ?

,, না তা আর কেন। তোমার বাড়ী খাটবে, আর পেটটা আর একজনের বাড়ী রেখে আস্‌বে ;—নয় ?

,, পোষাক ?

,, ভারিত পোষাকের খরচ, তার আবার কথা।

তা হলে বিনা বেতনে খোরাক পোষাকের উপর নির্ভর করে সে বেচারী আমার বাড়ী কাজ করবে। আহা তার চলবে কি করে ? তার আর কে আছে ?

,, তার যেই থাক্‌না কেন, যেদিন থেকে সে তোর বাড়ী আস্‌বে সেদিন থেকে আর তার কারুর সঙ্গে সম্বন্ধ থাক্‌বেনা।

,, তা নাই থাক্‌লো, কিন্তু আমার ঘাড়ে চাপবার জন্য তার এত ঝোঁক কেন ?

,, কেন বিনা মাইনের ঝি ভাল নয় ?

,, আচ্ছা, তা' হ'ক। বয়স কত হবে ?

,, এই আমাদের অমিয়ার বইসি আর কি ? ১৩।১৪ বৎসর হবে।

ও বাবা, এক ত বিনা মাইনার ঝি, তার ওপর আবার বয়স তের চোদ্দ, শেষকালে একটা দুর্নাম হয়ে যাক্ আর কি। আমার এমন ঝি কাজ নেই।

কুমুদিনী রান্না ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—না থাকে ত তবে চুপ করে বসে থাক। আমার আর ডাকিস্ নি। দুদ সব পড়ে গেল।

কুমুদিনী ত্বরিত গতিতে রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিল। সে সুধাংশুর জন্য জলখাবার প্রস্তত করিতেছিল। কিন্তু সুধাংশু বৃথা তাহার অনেক সময় নষ্ট করিল। বলিয়া মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—এমন ছেলের হাতেও আবার মানুষ পড়ে গা।

সুধাংশু শয়ন ঘরের দাবায় বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। বইখানির কয়েকটি পাতা পড়া হইতে না হইতে সে তাহা বন্ধ করিয়া দিল। বোধ হয় পুস্তকের লিখিত প্রবন্ধ তাহার মনোনিত হয় নাই, অথবা সে অন্য কোন বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এইরূপ অধ্যয়নে লিপ্ত ছিল। কিন্তু ফল হইল না, মনের গতি গন্তব্য পথ হইতে ফিরিলনা। কাজে কাজেই আবার কুমুদিনীর ডাক পড়িল।

কিন্তু কুমুদিনী ডাক শুনিলনা। শুধাংশু যতই ডাকিতে লাগিল কুমুদিনীও ততই আপন কার্য্যে মন নিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। অগত্যা সুধাংশু কুমুদিনীর উদ্দেশে রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল।

সুধাংশু পায়ের শ্লিপার না খুলিয়াই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কুমুদিনী তাহাকে বাঁধা দিয়া বলিল—ওইখানে বস মুসলমান।

সুধাংশু জুতা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। একখানি আসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া বলিল—"বোস আবার কথন মুসলমান হয়"?

কুমুদিনী কথা কহিলনা। তাহার নতবদনে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সুধাংশু খাবারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—এত খাবার, যেন আমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব আর কি!

কুমুদিনী বলিল—তোর ঝি এসে খাবেনা?

সুধাংশু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সে হবেনা। বিনা বেতনের চাকরের জন্য এত করে খাবার যোগাড় কর্‌তে আরম্ভ করে দিলে পৈতৃক বিষয় টুকু তার পেটে তিন দিনের মধ্যে দিতে হবে।

সুধাংশু হস্ত প্রসারিত করিয়া একখানি খাবারের থালা আপনার কোলের নিকট টানিয়া লইল। কুমুদিনী একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল, কোন কথাই বলিল না।

সুধাংশু একখানি ক্ষীরের ছাঁচ তুলিয়া লইয়া কুমুদিনীকে বলিল—বাহা, বাহা, এর নাম কি দিদি?

কুমুদিনী বলিল—পায়রাতলি মাছ।

„ ও পায়রাতলি মাছ। বটে, বটে, তা এ মাছ আবাদে অনেক দিন খাওয়া হয়নি, জেলে বেটারা বলে পাওয়া যায় না। মাছটাও ভাল, আচ্ছা দেখা যা'ক।

কালবিলম্ব না করিয়া সুধাংশু সেখানি আপন উদরস্থ করিল। পুনরায় আর একখানি তুলিয়া বলিল এটা কি?

কুমুদিনী সুধাংশুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ও যা হ'ক, কিন্তু তুই খাস্‌নি শশি।

„ এটা কি বল, তা হ'লে খাবনা।

কুমুদিনী সেই দিকে নয়ন ফিরাইয়া বলিল—ওটা শতদল।

শতদলের এক প্রান্ত ধরিয়া নাচাইতে নাচাইতে সুধাংশু বলিল—

সুধাংশু আমার কোন খানে,
শতদলের মাঝখানে,
রান্না ঘরে শশি কি করে
শতদল গালে পোরে॥

শতদল খানিও সুধাংশুর উদরস্থাং হইয়া গেল।

কুমুদিনী সুধাংশুর মুখের দিকে চাহিয়া একটু কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া বলিল—ভূষণকে যে একটু জল খেতে দেবো তা দেখ্‌চি তোর জ্বালায় হবেনা।

,, ভূষণ এসেছে।

,, আহ্লাদে সুধাংশু কুমুদিনীকে আবার জিজ্ঞাসা করিল ভূষণ এসেছে? সত্য নাকি?

,, সত্য নয়ত তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বল্‌তে হলপ করব নাকি?

,, আচ্ছা মা কোথায় বল দেখি?

কুমুদিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—মার খবর মা জানেন।

সুধাংশু সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইলনা। ঠিক সেই সময় তাহার মাতা ও আর একজন যুবক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

উভয়ে বৈদেশিক প্রথা মতে করমর্দ্দন ও পরস্পরের কুশলালাপ হইল। দুইজনেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সপ্তমীর চাঁদ সন্ধ্যার নীল গগণের এক প্রান্তে নিবীড় অন্ধকার রাশীর মধ্য হইতে উঁকি দিয়া জগতকে আপনার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। গৃহ প্রাঙ্গনের অদুরস্থিত নিবীড় বাঁশঝাড়ের মাথার উপর দিয়া সেই ক্ষীণোজ্জল চন্দ্ররশ্মি নিদাঘ-তাপ-তাপিত ধরণীর বুকের উপর একটু শীতলতা ঢালিয়া দিল। ধীর সমীরণ গৃহপ্রাঙ্গনস্থিত যুঁই ও বেল ফুলের মধুর সুবাস অপহরণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র বাটী খানি আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিল।

সুধাংশু কুমারের এই ক্ষুদ্র বাড়ীখানি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়তনের হইলেও তাহার ভিতর যেটুকু সৌন্দর্য্য, যেটুকু শান্তি ছিল;— বিলাসপুরে অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর সুন্দর হর্ম্মতলের মধ্যে বোধ হয় সেরূপ সৌন্দর্য্য স্থান পাইত না। বাড়ীখানির চারিদিকেই ইটের প্রাচীর মধ্যে দুইখানি পৃথক পৃথক শয়ন ঘর; সদর দরজার ধারেই একখানি বসিবার ঘর বা বৈঠকখানা ছিল। সুধাংশুর কনিষ্ঠ সুবোধচন্দ্র অধিকাংশ সময় আপনার অধ্যাপনার জন্য তাহা ব্যবহার করিত। এক পার্শ্বে এক-খানি রান্না ঘর, একটী গোয়াল ঘর—তাহাতে দু তিনটী গাভী থাকিত। প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একটী নাতিদীর্ঘ ধান্য পরিপূর্ণ গোলা। গোলার পার্শ্বের কতকটা জায়গায় সুবোধচন্দ্রের সাধের ফুলবাগান। এ বাগানের যাবতীয় ভার তাহার নিজের উপর। সুবোধ অনেক যত্ন করিয়া গাছের

গোড়া পরিস্কার করিত, জল ঢালিয়া দিত ;—ইহাই তাহার নৈত্যিক সায়হ্নিক কার্য্য। বাড়ীর পরিবারের মধ্যে সুবোধ, সুশীল, সুধাংশু তিনটী ভাই, তাহার অনাথিনী মাতা, ভগ্নি কুমুদিনী, আর একটী বালক ভৃত্য। কুমুদিনী সকলের বড়, সুধাংশু ২য়, সুশীল ৩য়, সুবোধ সর্ব্ব কনিষ্ঠ।

সুধাংশু পিতৃবিয়োগের পর হইতে আজ পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া আপন জীবনের ঊষাকাল অতিবাহিত করিয়া বর্ত্তমান একটু সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। পিতৃবিয়োগের সময় সুধাংশু চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক, অল্প বয়সে সংসারের যাবতীয় দুঃখের জন্য সে আপনাকে সমধিক দুঃখিত জ্ঞান করিয়া বিদ্যাশিক্ষার আশা ত্যাগ করে। অনেক সুপারিসের পর তিন টাকা বেতনে একজন জমিদারের সরকারে সদর মোহরারের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। অদৃষ্টগুণে সুধাংশু এখন জমিদার মহাশয়ের বিশ্বাসপাত্র হইয়া তাহার বিস্তীর্ণ জমিদারী সিংহগড়ের নায়েবি ভার প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই হইতে সুধাংশু ধীরে ধীরে আপন অবস্থার পরিবর্ত্তনেরও সুযোগ পাইয়াছে।

সুশীল কলিকাতায় থাকে। লেড্‌ল সাহেবের বাড়ী দশ টাকা বেতনে ক্লার্ক বা কেরাণীর কার্য্যে প্রথম নিয়োজিত হইয়া বর্ত্তমান তাহার বেতন ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। সুশীলের এই বেতনের এক তৃতীয়াংশ কলিকাতার বাসা খরচে ব্যয়িত হইত, অবশিষ্ট সংসার খরচের জন্য মাতার নিকট আমানত বা মজুত করিত।

কনিষ্ঠ সুবোধ চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক। তাহার জন্মগ্রহণের দুই বৎসর পরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সুবোধ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার

সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে এখন প্রবেশিকা তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে।

সুধাংশুর পিতা বর্ত্তমানে কুমুদিনীর বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। কুমুদিনীর জীবনের সুখ দুঃখ একজন উপযুক্ত যুবকের উপর সমর্পিত হইয়াছিল। কুমুদিনী তাহাতেই সুখী। কুমুদিনী স্বামী নলিনীকান্তের বুকভরা প্রেম লাভ করিয়া তাহাতেই চিরানন্দময়ী।

ভূষণচন্দ্র সুধাংশুর বাল্য বন্ধু। সুধাংশু বালককালে যখন মাতুলালয়ে বাস করিত তখন হইতে ভূষণচন্দ্র তাহার বন্ধুর আসন গ্রহণ করিয়াছে। সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝা ও ভীষণ উর্ম্মীমালার আঘাতে তাহাদের এই বাল্য বন্ধুত্বকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই।

বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে ভূষণচন্দ্র এখন তাহাদেরই একজন আত্মীয় প্রতিবেশীর জামাতৃ পদে প্রতিষ্ঠিত। বাল্যবন্ধুত্বের ফল আরও সুধাময় হইয়াছে। দুই জনের সাক্ষাৎ লাভ—দুইজনের আলাপ পরিচয় প্রায়ই একস্থানে হইয়া থাকে।

ভূষণচন্দ্র কলিকাতায় থাকে। সুশীল ও ভূষণ এক বাসায় থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে। ভূষণ আজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। সুশীল প্রায় এক মাস বাড়ী আসে নাই; মায়ের প্রাণ পুত্রের কুশল জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন; তাই তিনি ভূষণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সুশীলের কুশল জানিবার জন্য তাহার কাছে গিয়াছিলেন।

সুধাংশুর সহিত ভূষণচন্দ্রের এই মিলন আজ পূর্ণ চারমাসের পর। সুধাংশু আপন কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে এই চার মাসের পর আজ সবে মাত্র দুদিন বাড়ীতে আসিয়াছে। উপযুক্ত অবসরে দুই বন্ধুর মিলনে দুই জনে মনে মনে বড় সুখী হইল।

কুমুদিনীর আগ্রহাতিশয়ে ভূষণচন্দ্র জলযোগে প্রস্তুত হইল। মাতা দুইজনকেই খাওয়াইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। দুই বন্ধুতে আদর করিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল।

সুধাংশু বলিল—এই দেখ ভূষণ; আমি একেবারে একটী মাছ খাইয়া ফেলি।

সুধাংশু একখানি ক্ষীরের মাছ উদরস্মাৎ করিল।

ভূষণ বলিল—আমি তবে "অবাক" দেখি।

ভূষণ এক নিশ্বাসে একখানি "অবাক" সন্দেশ খাইয়া লইল।

সুধাংশু বলিল "অবাক" আমি ভালবাসিনা। অমন "অবাক" আমি রোজ রোজ দেখিতেছি। আমার মস্ত মাছ খাইতে তুমি পার?

„ আমি মাছ ভালবাসিনা, জানত?

„ হ্যাঁ হ্যাঁ। সুধাংশু বলিল তার মধ্যে তোমার থিওজফিষ্ট, কিন্তু ভায়া যদি আমার হাতে একবার পড়, তা' হ'লে তোমারও সাধুতা সব বার করে দিতে পারি। আমার আবাদে কত মাছ জান? প্রত্যেক বার মাছের মুড়া না হইলে আমার গালে ভাত উঠেনা।

ভূষণ হাসিয়া বলিল শরীরটা সেই জন্যই অত মোটা হইয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন সত্য ভূষণ। মানুসের ছেলে পুলের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে চোক জুড়ায় আর আমার যেমন পোড়া কপাল।

ভূষণ বলিল—মা! এইবারে সুধাংশুর একটা বিয়ে দিলে ভাল হ'তনা? আপনাকে আমি কতদিন থেকে বলে আস্‌ছি,—আপনি আজ নয় আজ নয় করে তিন চার বৎসর কাটালেন; আর কেন। সুধাংশু

বড় হয়েছে, ঈশ্বরের কৃপায় তার সময়ও ফিরেছে, এইবারে একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দিলে হয় না? কেমন সুধাংশু কি বল?

,, তোমারা বল্‌ছ তবে তাই।

,, সে কি?

কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে সেখানে আসিয়া বলিল "ও খাওয়া দেবার ভয়ে বে কর্‌তে চায় না ভূষণ।"

মাকে মধ্যস্থ রাখিয়া ভূষণ ও কুমুদিনী সুধাংশুর বিবাহের জন্য অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিল; কিন্তু সুধাংশু তাহা শুনিলনা।

মা বলিলেন কেন সুধাংশু বিবাহে অমত কেন বাবা? মিত্রিদের বড় বউ সেদিন আমাকে এসে কত পীড়াপীড়ি কর্‌ছিল। তারা হাজার টাকা দিতে চায়।

সুধাংশু বলিল হাজার টাকা আপনার আশীর্ব্বাদে এই বৎসরেই আমি এনে দিতে পার্‌ব।

,, বাধা দিয়া কুমুদিনী বলিল তবু পরের পয়সা জান্‌লি সুধাংশু!

সুধাংশু উত্তর করিল পরের পয়সার আমার দরকার কি? পরের পয়সার ওপর আমার নজর দিয়ে কি হবে?

,, আমিত আর তোরে চুরী বা ডাকাতি কর্‌তে বল্‌চিনা। যে মেয়ের বে দেবে সে তোকে টাকা সুদ্ধই দেবে।

,, মেয়েও দেবে, আবার টাকাও দেবে? কেন তাঁর ঘরে কি টাকা ধরেনা?

,, তা নয়, তা নয়। বিয়ে করতে গেলে ছেলেকে যে মেয়ের বাপ টাকা দেয় তা কি জানিস্ না?

„ ইচ্ছে করে ত আর দেয়না।

„ ভাল ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে অমনি হয় না; যখন তোর ছেলে মেয়ে হবে তখন তা টের পাবি।

„ আমি বে করলে তারা কত টাকা দেবে?

„ হাজার টাকা।

„ তা হ'লে আমার দর হলো এক হাজার টাকা?

„ তা ছাড়া সোনার ঘড়ি হীরের আংটী——

„ রূপোর একটা লেজ দেবে না?

„ ভূষণ একটু বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া বলিল—তুমি দিদির সঙ্গে যে কেবল বাজে কথা কচ্ছো, মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে যে টাকা দিতে হয় তা কি তুমি জাননা?

সুধাংশু বলিল—তা জানি, ছেলে বিক্রি করে টাকা নেওয়া আজকাল-কার হিন্দু সমাজের একটা সংক্রামক রোগ হয়েছে। এই রোগটা হিন্দুসমাজ থেকে দূর হয়ে না গেলে আর হিন্দুর মেয়ের বাপেদের পেটে ভাত দিতে হবে না। মেয়ের বাপের সর্ব্বনাশ করে,—তায় ভিটে বিক্রি করে যারা ছেলের বিয়ের পোন নেয় তারা মাংস বিক্রেতা কসাইদের চেয়েও ঘৃণার পাত্র! কসাইরা অর্থের লোভে পশুর মাংস বিক্রি করে আর এঁরা অর্থের লোভে জীবনের প্রিয়তম পুত্রের মাংস বিক্রি করে।

কয়জনে অনেক কথা হইল। অনেকক্ষণের পর স্থির হইল—উপস্থিত বিবাহ সম্বন্ধে সুধাংশু আর কিছুদিন পরে আপন মত প্রকাশ করিবে।

কুমুদিনী সুধাংশুর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল ;—কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

সুধাংশু বলিল—দেখ ভূষণ! এবৎসর বোধ হয় দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হবে।

ভূষণ হাসিয়া বলিল—তুমি অন্ন সত্র খুল্‌বে নাকি ?

„ ঠিক তাই জন্যই তোমায় একথা বললাম, জীবনে যদি একজনের একদিনের অভাব দূর করতে পারি তা হ'লে ত জীবন সার্থক বলে মনে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

„ দুই বন্ধুতে তাহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক কথা হইল, অনেক অতীত সুখের স্মৃতি উদ্ভাসিত করিয়া উভয়ে উভয়কে মোহিত করিবার চেষ্টা করিল।

„ ভূষণচন্দ্র সুধাংশুকে বলিল—তাহা হইলে উপস্থিত বিবাহে তোমার অন্য মতের কারণ মাকে বলনা কেন ?

সুধাংশু বলিল—না ভূষণ। যদিও আমি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান কারি, কিন্তু তাহা হইলেও আমার সে শিক্ষা পিতামাতার নিকট এতদূর ঔদ্ধত্য প্রকাশের পথে লইয়া যাইতে পারে নাই।

ভূষণ বলিল কিন্তু মনোভাব একজনের না একজনের নিকট প্রকাশ না করিলে ফললাভের সম্ভবনা কোথায় ?

„ সেই জন্যইত তোমাকে এই কথা বলিলাম।

„ এতদিন বল নাই কেন ?

„ না বলিবার কারণ ছিল। তিন চার বৎসর পূর্ব্বে যখন আমার অবস্থা প্রথম উন্নতি পথে নীত হয় সেই সময় নলিনীর সরল ভালবাসার মধ্যেও পতিত হই। একাধারে অবস্থা পরিবর্ত্তনের দৃঢ় সঙ্কল্প ও নলিনীর সরল প্রেমাকর্ষণ বাস্তবিকই আমাকে সে সময় অতিশয় ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

„ তারপর কি হইল ?

„ এই দেখ——

সুধাংশু আপনার পোর্টম্যান খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি নোট বুক বাহির করিয়া ভূষণের হস্তে প্রদান করিল। ভূষণচন্দ্র বন্ধুর অলক্ষিতে ক্ষণকালের জন্য আপন অধরপ্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি রেখা ফুটাইয়া নোট বুকের আবরণ উন্মোচন করিল।

সুধাংশু নোট বুক খানি ভূষণের হস্ত হইতে ফিরাইয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল—এই দেখ।

পত্রে লেখা ছিল—

প্রিয়তম !

উজ্জ্বল কাচস্তূপের মধ্যে হীরকান্বেষণ বাতুলতার কার্য্য। গভীর অঙ্গার খনিতে দীপ্তিমান হীরক অনায়াস লব্ধ না হইলেও লোকে তাহার জন্য আগ্রহান্বিত হয় কেন ?

বাঁকা বাঁকা অক্ষরে স্ত্রীলোকের হাতের লেখায় এই কয় ছত্রে পত্রের আরম্ভ ও শেষ। ভূষণ সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা করিল—এর মানে কি ?

সুধাংশু কিছু না বলিয়া দ্বিতীয় পত্রখানি বাহির করিল।

তাহাতে লেখা ছিল——

প্রিয়তম !

চোরের মত অন্যের অলক্ষিতে কয়দিনই তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া বিফল মনোরথে ফিরিয়া গেলাম। দাসীর ভাগ্যে কি সন্দর্শন লাভ হইবে না ?

ভূষণ হাসিয়া বলিল—শিক্ষিতা মহিলা নাকি ?

সুধাংশু ভূষণের হাসির প্রতিবিম্ব আপন অধর প্রান্তে সংস্থাপন করিয়া আর একখানি পত্র হস্তে দিয়া বলিল—এইখানি তৃতীয় পত্র।

পত্রে লেখা ছিল—

প্রিয়তম!

দুরাশার ছলনায় বার বার মুগ্ধ হইয়াছি। তথাপিও আপনাকে আপনি বুঝাইতে পারিলাম না। বুক আর পাষাণে বাঁধিতে পারি না। দাসী বলিয়া পায়ে রাখিতে,—প্রাণে বাঁচাইতে যদি সাধ হয় দেখা দিবে; নতুবা এই শেষ।

নলিনী।

পত্রখানি হাতের মধ্যে লুকাইয়া ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—ইহার পর তুমি নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে নাকি?

সুধাংশু উত্তর করিল—না।

,, নলিনী এখনও কি অবিবাহিতা?

,, নলিনী অবিবাহিতা ধনীর কন্যা, নলিনীর পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী।

,, তা' হলেই বা। ব্রাহ্মেরা কি আর হিন্দু নয়?

,, হিন্দু সমাজ তাহাদের ঘৃণা করে।

,, সমস্ত হিন্দু সমাজের সঙ্গে আমাদের দেশীয় সমাজের তুলনা করা দোষ। তুমি কি জাননা আমাদের সমাজের মূল কেবল অর্থের উপর সংস্থাপিত।

,, ওকথা বলিলে আমাদের পূজনীয়গণকে অপমান করা হয়।

,, না তা' নয়, যদি তাহা ঠিক হইত তাহা হইলে আমাদের সমাজের প্রধান নেতা * * * মহাশয় তাঁহার পুত্রকে * * * কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতেন না। তুমিত জান * * * একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কারক।

* * * দেশের একজন মস্তিষ্ক স্বরূপ, তাঁহার সহিত আমাদের কার্য্যের তুলনা হইতে পারে না।

,, পয়সায় সমস্ত হয়। তিন বৎসর পূর্ব্বে হয়ত * * * সহিত তোমার তুলনা হইত না, কিন্তু এখন তাহা হইতে পারে। এবার কলিকাতায় গিয়া, নলিনীকান্তের সহিত দেখা করিয়া তাহার সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করিব; এবং যাহাতে নলিনীর সহিত তোমার মিলন করিয়া দিতে পারি তাহার জন্য চেষ্টা করিব।

কুমি ওরফে কুমুদিনী দরজার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিল। উভয়ের কথাবার্ত্তায় কুমুদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল যে সুধাংশু একজনকে ভালবাসিয়া তাহারই হস্তে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কুমুদিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া রন্ধন গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

মা ডাকিলেন—সুধাংশু ভূষণকে ডেকে নিয়ে এস।

ভূষণ বলিল—চল সুধাংশু মা ডাক্‌ছেন। খাবার সময় এ সম্বন্ধে মাকে আমি সব কথা বল্‌ব।

দুইজনে আহার করিতে গেল। কিন্তু অসংরক্ষিত পত্রের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার কথা সুধাংশুর মনে পড়িল না।

দুই জনেই আহারে বসিল। মাতা উভয়ের নিকট বসিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুরা কুমুদিনী ইতিমধ্যে সুধাংশুর ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়া পত্র কয়খানি পড়িয়া লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

আহারের পর কুমুদিনী ভূষণচন্দ্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভূষণ ! নলিনী কে ?

ভূষণ মৃদু হাসির সহিত কুমুদিনীর কথার উত্তর দিল—নলিনীর সম্বন্ধে বোধ হয় আপনি যতদূর জানিতে পারিয়াছেন আমিও তদপেক্ষা বেশী কিছু জানিনা ।

কিন্তু কুমুদিনী ছাড়িবার পাত্র নয় । ভূষণের এই একটুখানি কৈফিয়তে সে নলিনী সংক্রান্ত গুপ্ত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আরও ব্যস্ত হইয়া উঠিল । অগত্যা ভূষণকে তাহা বলিতে হইল ।

নলিনী,—কুমার জ্যোতীপ্রসাদ রায়ের একমাত্র কন্যা । তাহার বিশাল ষ্টেটের একটী মাত্র মৌজার যাবতীয় ভার বর্ত্তমান সুধাংশুর উপর সমর্পিত । কুমার সুধাংশুকে ভাল বাসেন ;—পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন ; সুধাংশুর নির্ম্মল চরিত্রের বিশ্বাসই তাহার কারণ ।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর পিতৃপরিত্যক্ত হতভাগ্য সুধাংশু যখন উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া পরের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল তখন হইতে সুধাংশু জ্যোতীপ্রসাদ বাবুর আশ্রয়ে ;—সে আজ সাত বৎসরের কথা । সুধাংশু তখন শৈশব যৌবনের সন্ধিস্থলে । সুন্দর বালকের সরলতা পূর্ণ কপটতাহীন অনশনক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখিয়া জ্যোতী বাবু দয়া

করিয়া তাহাকে আপন আশ্রয়ে স্থান দিয়াছিলেন। দয়া করিয়া আপনার একমাত্র কন্যা নলিনা সুন্দরীর শিক্ষকতা কার্য্যে তাহাকে প্রথম ব্রতী করাইয়াছিলেন। সেই হইতে নলিনীর সহিত সুধাংশুর পরিচয়। নলিনী তখন নবম বর্ষীয়া বালিকা, সংসার কাননের আদর পালিত কুসুম কলিকা। ভালবাসা কাহাকে বলে না জানিলেও সে মনে মনে সুধাংশুকে ভাল বাসিত; সুধাংশুর সুন্দর মুখের সুন্দর হাসি তাহার বড় ভাল লাগিত। কয়েকদিনের আলাপ পরিচয়ে সুধাংশু ও নলিনীকে এত আপনার করিয়া তুলিয়াছিল যে—সুধাংশু একদণ্ড নলিনীর কাছছাড়া হইলে সে যেন আপনাকে সংসার সম্পর্কহীন মনে করিত।

কিন্তু সুধাংশুর এ ভাব;—হৃদয়ের এই আবেগ অধিক দিন রহিল না। সুধাংশু ভাবিল নলিনী কে? নলিনীর সহিত তাহার কিসের সম্পর্ক? সে যতই ভাবিল ততই নলিনীর সঙ্গ লাভ তাহার পক্ষে দুঃখজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া, অনেক চিন্তার পর, সে ক্রমে ক্রমে নলিনীর কাছছাড়া হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু নলিনী তাহাকে ছাড়িল না। বালিকার হৃদয়ের বালভাব ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে চলিল। বালিকা নলিনা প্রথমে সুধাংশুকে যেমন ভালবাসিত, যেমন সর্ব্বদা তাহার কাছে কাছে থাকিতে ইচ্ছা করিত, এখন আর সে তাহা ভালবাসে না। তাহার প্রাণে সুধাংশুর ভালবাসা; সুধাংশুর স্মৃতি এখন অন্য ভাবে। সে এখন সুধাংশুকে দেখিবার জন্য পাগল; কিন্তু যদি দুজনে চখে চখে মিলন হয় তাহা হইলে সে যেন লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাহার অতৃপ্ত প্রফুল্ল নয়ন সুধাংশুকে দেখিবারজন্য, সুধাংশুর সুন্দর মুখখানির জন্য পাগল। কিন্তু

সুধাংশু নিকটে আসিলে তাহার অতৃপ্ত দৃষ্টি অবনত হইয়া মৃত্তিকা প্রবেশের জন্য কাতর হয়।

সুধাংশু বুঝিল তাহার ভালবাসার ফল অন্যরূপ হইয়াছে। নলিনীর সঙ্গত্যাগ করিবার জন্য নলিনীর কাছছাড়া হইবার জন্য, নলিনীর চক্ষের বহু অন্তরালে থাকিবার জন্য সুধাংশু ব্যস্ত হইল। এবং রীতিমত উপায় অন্বেষণে যত্নবান হইল।

সিংহগড়ের কাছারীর জন্য সেই সময় একজন মোহরারের আবশ্যক হইল। সুধাংশু একদিন জ্যোতি বাবুকে ধরিয়া বসিল। তাহার এই সামান্য আয়ে সংসারের অন্নকষ্ট নিবারণ করা দুঃসাধ্য ইত্যাদি অন্যান্য অনেক দুঃখ জানাইয়া সেই পদ লাভের জন্য প্রার্থনা করিল। জ্যোতি বাবুও তাহাতে সম্মত হইলেন।

ফলে সুধাংশু সিংহগড়ের একমাত্র মোহরার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া জমিদারীতে গমন করিল। সেই সময় হইতেই তাহার সহিত নলিনীর সাক্ষাৎলাভের আশা দূর হইল। তার পর নলিনীর সহিত তাহার যে কয়বার সাক্ষাতের সুবিধা হইয়াছিল তাহা সামান্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য।

কুমার জ্যোতিপ্রসাদ নলিনীর মনের ভাব ঈঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুধাংশুর ন্যায় একজন চরিত্রবান্ যুবকের হস্তে নলিনীকে সমর্পণ করিতে পারিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন যে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতে পারে তাহা জ্যোতি বাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় বিধাতার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। জ্যোতি বাবুর হৃদয়াভ্যন্তরীণ ক্ষীণ আশার আলোক প্রতিকূল বাতাসে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। জ্যোতি বাবু দেখিলেন সম্মুখে সমাজের ঘোর অন্ধকার। জ্যোতি বাবু ব্রাহ্ম।

বিধাতার অনুগ্রহে জ্যোতি বাবুর কৃপাদৃষ্টি সুধাংশুর উপর অনুগ্রহ বর্ষণে বিরত হইল না। কিছুদিন পর সিংহগড়ের নায়েবি পদ খালি হইল। জ্যোতি বাবু সুধাংশুকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

সুধাংশুও বিশ্বাসের সহিত প্রাণপণে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল। সুধাংশুর দয়ায় গরিব প্রজারা মৃত্যুবৎ দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চেষ্টা করিল। সাধারণ প্রজারা মফঃস্বলে রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া সুখী হইল।



মা সুধাংশুকে বলিল—ওকি বাবা! লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে?

হাসিতে হাসিতে সুধাংশু উত্তর কারল—কি বল্‌বে? সকলে জানে আমি ওর বড় দাদা।

,, ভূষণ বলিল—তা বেশ। অন্নসত্র খোলা হবে কোথায়?

সুধাংশু বন্ধুর কথার উত্তরে বলিল—কেন এই বাড়ীতে।

ভূষণ হাসিয়া বলিল—রশুয়ের জন্য বামুন চাইত? আমি এক ডজন বামুন ঠিক কারগে?

,, কেন কুমি আছে রাঁধ্‌বে! কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিল—কেমন কুমি! রাঁধতে পার্‌বি ত?

কুমুদিনী বলিল—তুমি যেমন ভূষণ, ও একটা ঝির খোরাকি দিতে গিয়ে বিকেল্ বেলা বাস্তুভিটা বিক্রয় করেছে, ও না হ'লে আর অন্নসত্র দেবার লোক কে?

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—ঝি কে দিদি?

মাতা ভূষণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তুমিও যেমন পাগল হয়েছ ভূষণ। সুধাংশু যখন বাড়ী আসে তখন ঐ রকম এক একটা বে-আড়া কল্পনা মাথায় করে নিয়ে আসে।

সুধাংশু মায়ের কোলের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—আচ্ছা! আমার যেন ওটা বে-আড়া কল্পনা হ'ল। তবে আর একটা কাজ করা যা'ক না কেন? অন্নপূর্ণা পূজা হ'ক।

মাতা পুত্রের এ সঙ্কল্পে একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিল—আমার বড় ইচ্ছা, তাই বটে;—কিন্তু এখন যে অনেক কাজ বাকী আছে বাবা, পূজা কর্‌বার তোমার সময় হয়নি; তোমার দেনা কত।

সুধাংশু মাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিল—দেনা এক বৎসরেই শেষ হবে।

ভূষণ হাসিতে হাসিতে সুধাংশুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—আগে অন্নপূর্ণা বাড়ী আন, তারপর ত পূজা।

কুমুদিনী বলিল—ভূষণ ঠিক বলিয়াছে।

মা সুধাংশুর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—মিত্রেদের অন্নপূর্ণা বলে মেয়েটী বেশ সুন্দর দেখতে। অমন রূপ, অমন গোল গোল চেহারা আর দেখতে পাইনা। ওই মেয়েটা তোমাদের পছন্দ হয় কি ভূষণ?

আগ্রহের সহিত ভূষণ বলিল—সেই সেদিন জলের ঘাটে যে মেয়েটীর কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম?

মা তাঁহার স্মরণ শক্তিকে নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই মেয়েটী, সেইটীর কথাই আমি বল্‌ছি। কেমন ভূষণ! তোমার পছন্দ হয় কি?

ভূষণ বিজ্ঞতার সহিত উত্তর করিল—বেশ সুন্দর মেয়ে, অমন মেয়ে আর পছন্দ হবে না? মেয়েটী কিন্তু বড়।

মা বলিলেলেন—তা হ'ক, একলার সংসারে একটু বড় সড় বউ না হ'লে চলে না। মিত্তির গিন্নি সেদিন আমাকে ডেকে—আমার হাত ধরে কত কথাই বল্‌লে। আহা, অমন সোনার পিত্তিমে কোন বকাটের হাতে তুলে দেবেন,—তাই ভেবে মিত্তির গিন্নি কত কেঁদে কেটে আমায় বল্‌লে তুই যদি বোন তোর সুধাংশুর সঙ্গে আমার মেয়েটীর বে দিস্ তা হ'লে আমার মনে যে কি সুখ হয় তা আর আমি বলতে পারিনা।

মিত্তিররা বনিয়াদি ঘর; কুলে মানে আমাদের সমান। কি বলিস সুধাংশু? কি বল ভূষণ?

কুমুদিনী মায়ের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার বলিল—তা সুধাংশু আবার কি বল্‌বে? তুমি যা মত কর্‌বে সুধাংশু কি আর তাতে অমত করবে নাকি?

সুধাংশু কুমুদিনীকে বলিল—তোমার গিন্নিপনা করবার জন্য ডাকা হয়নি।

ভূষণ বলিল তা দিদির হয়েই না হয় আমি বল্‌চি, ওসব নভেলিষ্ট ধরণ ছেড়ে দিয়ে সংসারের দিকে মন দাও।

সুধাংশু বলিল—নভেলিষ্ট ধরণ কি রকম দেখলে?

,, নয়, সূর্য্যমুখী কি ভ্রমর সুন্দরীর মত মেয়ে না হ'লে বিয়ে কর্‌বনা, নিজে নগেন্দ্রনাথ কি গোবিন্দলাল হ'য়ে বস্‌ব, এ সব নভেলিষ্ট ধরণ নয়ত কি?

সুধাংশু হাসিমুখে বলিল—সে পছন্দটা কি মন্দ?

ভূষণ মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—তোমাকে যে লোকে কেন ভাল বলে তা আমি বুঝ্‌তে পারলাম না। এমন বচন বাগিশ,—এমন বেহায়াপনা যদি কোন নভেলের নায়কের থাকৃত, তা হ'লে সমালোচকেরা তাকে কত নিন্দা কর্‌ত তা জান, সুধাংশু?

,, তা জানি, লোকের নিন্দায় কিছু আসে যায় না। লোকের নিন্দায় যে ভয় করে তার কখন ভাল হয় বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

ভূষণ বলিল—আচ্ছা তবে তাই হবে। নলিনীর মত একটা ব্রাহ্ম

ধরণের মেয়ে—যারা শ্বশুর শ্বাশুড়ী মানবেনা—যারা ঘর সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌বেনা, ঘোমটা বলে একটা স্ত্রী প্রথার মধ্যে থেকে হাঁপইয়ে উঠ্‌বে, যারা মা বাপের সাম্নে দাঁড়াইয়ে স্বামীকে লভ্ বা ভালবাসা দেখাবে, এই রকম একটা মেয়ে দেখে তোমার বিয়ে দেওয়া যাবে। কেমন! তা হ'লেই হবে ত?

সুধাংশু নীরব। ভূষণের এত কথা বোধ হয় তাহার ভাল লাগিল না। সে অন্য মনে অন্য চিন্তায় রত হইল।

ভূষণ হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন সুধাংশু কথা কওনা যে?

সুধাংশু উত্তর করিল—মহাশয়কে টাউন হলে বা অন্য কোন সভায় আহ্বান করা হয়নি। আপনাকে অত লেক্‌চার দিতে হবে না।

কুমুদিনী সুধাংশুকে বলিল—আমি কাল মিত্তিরদের বাড়ী গিয়ে বেড়াবার নাম করে তাদের অন্নপূর্ণাকে ডেকে আন্‌বো। দেখিস্, মেয়ে দেখ্‌লে ভ্রমর, সূর্য্যমুখী;—ওসব কোথায় ছুটে পালাবে।

সুধাংশু অন্যমনস্কভাবে বলিল—তা আনিস্।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ কথা না হইলে বিবাহ হয় না আমাদের সমাজের এই প্রাচীন চলিত বচন অনেক স্থলে প্রায়ই অন্যথা হয় না। যে দিন কুমুদিনী সুধাংশু ও ভূষণকে মিত্তিরদের অন্নপূর্ণা দেখাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে;—যে দিন সুধাংশু কুমার অন্যমনস্কভাবে কুমুদিনীর নিকট "অন্নপূর্ণা" সাক্ষাতের সম্মতি জ্ঞাপন করে;—সেইদিন হইতে এই বিবাহের কথার রীতিমত সূচনা হইতে লাগিল। কন্যা বরপক্ষীয়েরা উভয়েই পরস্পর পরস্পরের সুখ্যাতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা লোকের ভাল দেখিতে ভালবাসে না;—যাহাদের সকল বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমালোচনা করা অভ্যাস আছে;—এইরূপ কয়েকটী লোকের পক্ষে এ বিবাহের প্রস্তাব ভাল লাগিল না। এরূপ পরনিন্দা-প্রিয় স্ত্রী সমালোচিকাগন জলের ঘাটে, নিষ্কর্ম্মা পুরুষ সমালোচকগণ গ্রামের মুদীখানার দোকানে বসিয়া অনেক ভবিষ্যৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

ঘোষেদের ছোট গিন্নি, মিত্র গৃহিণীকে একদিন পুকুর ঘাটে স্নান করিতে করিতে বলিল—বলি হ্যাঁলো বড় বউ! শুনতে পাচ্ছি ওদের সুদোর সঙ্গে নাকি তোর মেয়ে অন্নপূর্ণার বিয়ে দিবি? মরণ আর কি। মেয়েটাকে বিষ খাইয়ে মারতে পারলিনি?

মিত্র গৃহিণী কন্যাদায়গ্রস্ত। লোকের পরামর্শ লওয়া, লোকের

অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা এখন তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এটা আমাদের সামাজিক নিয়ম, এটা আমাদের চলিত প্রথা। মিত্র গৃহিণী বিনত বচনে বলিল—কেন দিদি! ছেলেটী কি মন্দ?

ঘোষ গৃহিণী সুর একটু কড়া করিয়া বলিল—কেন্‌লা, ছেলেটা পাঁচ টাকা মাহিনার চাক্‌রি করে বলে বুঝি সে এত ভাল হয় গেল? সেদিন ওদের হাবু বল্‌ছিল—সুদোর মত খারাপ ছেলে, অমন ফাজিল—অমন বকাটে আর দেশের ভেতর নেই।

সোম গৃহিণী মিত্তির গৃহিণীকে বলিল—তুই দিদি বলে কি করবি? চুপ কর। যার যা বরাত, তা না হ'লে আমার ভাইপো;—হ্যাঁগা, সে বছর সে এখানে এসেছিল, তাকে ত দেখেছ দিদি, কেমন ঠাণ্ডা, কেমন বিনয়ী, তার ওপর দু'তিনটে পাশ পেয়েছে। আমি বড় বউকে বললাম—হাজার দেড়েক টাকা দেখে শুনে দেওগে আমি তার সঙ্গে তোমার অন্নপূর্ণার বিয়ে দিয়ে দিই, বড় বউ তাতে স্বীকার হলো না। বল্‌লে কিনা সে ছেলে ভাল নয়, মিত্তির মশাই দিতে চান্‌ না! তা মিত্তির মশাই দেবেন কেন? টাকা দুটো বেশি যায় বলে কি শেষকালে বাপ মা হয়ে মেয়েটাকে এমনি করে হাত পা ধরে জলে ফেলে দেয় গা? ইত্যাদি—ইত্যাদি—

মিত্তির গৃহিণী আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল মাত্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এইরূপ নানাবিধ সমালোচনার;—নিন্দা ও স্তুতির মধ্য দিয়া উভয় গৃহস্থের পরস্পর নানারূপ কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। সুধাংশুর মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়া নগদ টাকা ও গহনা ইত্যাদিতে মিত্র মহাশয়ের

নিকট কত টাকা দাবী করিবেন তিনি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুমুদিনী কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ বাসরে কি উপহার দিবে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইল। সুধাংশুর বন্ধু বান্ধবেরা কেহ প্রিয়তমের প্রণয়োপহার দিবার জন্য কবিতা সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিল, কেহবা ভবিষ্যৎ আনন্দের সীমা নির্দ্দেশে ব্যস্ত হইল।

ভূষণ চন্দ্রের নিরতিশয় আগ্রহে শীঘ্রই কন্যা দেখা দেনা পাওনাদি সমস্ত স্থির হইয়া গেল। সুধাংশু কলের পুতুলের ন্যায় ভূষণের কথার ইঙ্গিতে চালিত হইতে লাগিল।

স্বয়ং পাত্র দেখা আজকালকার নব্য সমাজে একরূপ সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত এরূপ সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক না হইলেও হইতে পারেন কিন্তু লেখকের মতে এরূপ বেহায়াপনা কোনরূপ দোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। জগৎ সৌন্দর্য্যোপাসক, সুন্দরকে সকলেই ভালবাসে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পিতা অনেকস্থলে হয়ত অর্থপিশাচের ন্যায় আপন শুক্র বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য লালায়িত, মাতা হয়ত আপন পুত্রের গুণ সমষ্টীর অহঙ্কারে প্রফুল্লিতা, এরূপ পিতা মাতার পুত্র রাশীকৃত অর্থের বিনিময়ে যে একটা কুরূপা কুৎসিতা বালিকা বা যুবতীকে আপন জীবনের সুখরাশী সমর্পণ করিয়া সুখী হইতে পারে, ভবিষ্যৎ জীবনে চিরকালই আপন অকলঙ্ক চরিত্রকে সমভাবে রাখিতে পারে ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। আমরা এইরূপ পরিণয় বন্ধনের ফল অনেক স্থলে বিষময় হইতে দেখিয়াছি।

ভূষণ কুমুদিনীকে বলিল—দিদি! নতুন বউকে আমরা একবার সাধারণ ভাবে দেখিতে চাই।

কুমুদিনী বলিল—কয়বার দেখিয়াও হইল না? আর আমি পারিব না। কিন্তু ভূষণ ছাড়িল না। কুমুদিনীকে অগত্যা অন্নপূর্ণাকে দেখাইব বলিয়া স্বীকার হইতে হইল।

সেইদিন দুপুর বেলা কুমুদিনী, এলো চুলে নিদাঘতাপিত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অন্নপূর্ণাকে পুকুর ঘাটে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিল। বেচারী বিবাহের নামে আজ কয়দিন যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে তাহার মনের কত আশা, কত ধুলা খেলা যেন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে;—সে সংসারে এতদিন যে পথে চালিত হইয়াছিল আজ কেন কে তাহাকে তাহার সেই গন্তব্য পথ হইতে ফিরাইয়া আনিল।

বিবাহের নামে অন্নপূর্ণার যেমন ভয়, যেমন লজ্জা আজকালকার বালিকাদের প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। কুমুদিনী যখন অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া গল্প করিতে করিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল তখন অন্নপূর্ণার হৃদয়ে হঠাৎ যেন কি এক ভাবের উদয় হইল। তাহার বোধ হইল কে যেন তাহাকে এই বাড়ীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কে যেন তাহাকে তাহার প্রাণের সকল আশা ছাড়িয়া দিয়া পর প্রত্যাশায় চিরজীবন এইখানে কাটাইবার জন্য ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেছে।

কুমুদিনী অন্নপূর্ণাকে লইয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূষণচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিল। অন্নপূর্ণার সুন্দর মুখখানি দেখিবার

জন্য,—সুধাংশুকে দেখাইবার জন্য সে প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্য ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল।

শূন্য গৃহ দেখিয়া অন্নপূর্ণা নিঃসঙ্কোচে কুমদিনীর সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। দেয়ালে লম্বিত একখানি বৃহৎ অয়েল পেণ্টিংএর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্নপূর্ণা কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি ইনি কে?"

সম্মুখস্থিত দর্পণের উপর হঠাৎ একটী ছায়া পতিত হইয়া চকিতের মধ্যে মিলাইয়া গেল। অন্নপূর্ণা পশ্চাৎ ফিরিয়া চকিত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

হাসিতে হাসিতে ভূষণচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নপূর্ণাকে সম্বোধন করিয়া অয়েল পেণ্টিংএর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল—"ইনি কে বল দেখি বউদিদি?"

অন্নপূর্ণা লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বেচ্ছায় হউক অথবা বন্ধুবর্গের এবং মাতার অনুরোধেই হউক সুধাংশু কুমারের এই বিবাহে আর কোনরূপ আপত্তি শুনিতে পাওয়া গেল না। মাতা ভাবিলেন—"মাতৃভক্ত পুত্র তাহার আদেশ পালন করিল।" বন্ধুরা ভাবিল—তাহাদের উপরোধ রক্ষা করিবার জন্য সুধাংশু কুমার বিবাহে "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" মহা মন্ত্রের ব্রতী হইল। কিন্তু প্রকৃত কারণ কেবল মাত্র একজন সূক্ষ্মদর্শী যুবক বুঝিতে পারিল। সে ভূষণচন্দ্র।

ভূষণ মনে মনে ভাবিল—"সেদিন অন্নপূর্ণাকে অমন ভাবে দেখান অন্যের নিকট হয়ত দোষাবহ হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট তাহাতেই সম্যক ফল হইয়া গিয়াছে।" সরল সৌন্দর্য্যের কমনীয়তাটুকু লইয়া সেদিন অন্নপূর্ণা যখন অয়েল পেণ্টিংএর দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, ভূষণচন্দ্র সেই সময় কৌশল করিয়া সুধাংশুকে সেই কক্ষে পাঠাইয়া দেয়। সুধাংশু গীতার অধ্যয়না ও অধ্যাপনা বড় ভালবাসে, ভূষণ সময় বুঝিয়া তাহার নিকট গীতা শুনিতে চাহিল। সুধাংশু গীতা আনিবার জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

সেদিন রাত্রে সুধাংশু আপন কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। ক্ষীণ প্রেমের অস্ফুট আলোক রশ্মি তাহার হৃদয় শ্মশানে যে কিরণ বিকীর্ণ করিল তাহা ক্রমশঃই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। সুধাংশু ভাবিল অন্নপূর্ণার সৌন্দর্য্য,—সুধাংশু ভাবিল অন্নপূর্ণার সুন্দরমুখ। একটিবার মাত্র দর্শনেই প্রেমান্ধ যুবকের হৃদয়

বিকৃত হইয়া গেল। এতদিনের পর নলিনীর স্মৃতি তাহার হৃদয়ের বিস্মৃতি আঁধারে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

সুধাংশু ভাবিল এমন সোনার প্রতিমাকে আমি উপেক্ষায় আনিয়াছি; এমন দেবী প্রতিমাকে আমি অনাদর করিতেছি; আমি কি নিষ্ঠুর!

সারারাত্রির মধ্যে সুধাংশুর নয়নকোণে নিদ্রার স্থান লাভ হইল না। ভোরের বেলা ভূষণ চন্দ্র আসিয়া যখন তাহাকে ডাকিল, তখন চমকিত হইয়া সুধাংশু বলিল—"আমাকে কি একটু ঘুমাইতে দিবে না!"

ভূষণচন্দ্র দেখিল—নৈশোৎসবের প্রভাতী মালার ন্যায় ম্লান-মথিত সুধাংশু কুমারের সুন্দর মুখখানি;—শারদ পূর্ণিমাকাশের জলদজালাবৃত পূর্ণচন্দ্রের ক্ষীণ হাসিরেখার মত সুধাংশুর সুন্দর মুখের সুন্দর হাসির বিকৃতাবস্থা। ভূষণ ভাবিল কেন এমন হইল;—ইহা কি তাহার পূর্ব্বদিনের অপরিণামদর্শিতার ফল, না, সংসার সাগরের প্রথম তরঙ্গাঘাতের ফল?"

ভূষণ সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রে কি তোমার অদৃষ্টে নিদ্রালাভ হয় নাই?

সুধাংশু চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে কহিল—"অনুমান মিথ্যা নয়।"

ভূষণ বলিল—"মিথ্যা হওয়াই আশ্চর্য্য। নায়িকার প্রথম সন্দর্শনে নায়কের ভাগ্যে এমন কত অনিদ্রা—কত অনশন—কত শারীরিক ক্লেশ লাভ নভেলে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কল্পনা কি সমস্তই মিথ্যা?"

"সুধাংশু দুর্গা নাম স্মরণ করিল।"

ভূষণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—এবৎসর কি অন্নপূর্ণা পূজা হইবে?

"সকাল বেলা অষাঢ়ের পসলার মত যে ঘ্যানঘ্যানানি আরম্ভ কর্‌লে

আজ আর সমস্তদিন আমায় ছাড়বেনা দেখ্‌ছি। তুমি কি আমায় পাগল পেলে নাকি ?

ভূষণচন্দ্র সুধাংশুর পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিল—"পাগল তোমাকে আমরা করি নাই, তুমি যে নিজেই পাগল হইলে।"

"কিসে ?

"কাল অমন করে ছুটে পালইয়ে এলে কেন ? এই বুঝি তোমার নভেলিষ্ট ধরণ ? এই বুঝি তোমার পাশ্চাত্য শিক্ষা ? তোমাদের সাম্‌না সাম্‌নি দু'জনকে দিয়া মনে কর্‌লাম—"আমি এইবার পেনসন নেবো। তোমরা দু'জনে দেখে শুনে, কথা বার্ত্তা কয়ে, পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব বুঝে নেবে। হয়ত কোর্টসিপের ব্যবস্থাও করে বসবে। আমিত জানি নভেলিষ্ট ধরণ এই রকম, আমিত জানি নভেলের প্রেম এই রকম।"

সুধাংশু ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেল।

* * * *

শুভ বিবাহের দিন ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইল। লাটের কিস্তী, প্রজা মহলের বিশৃঙ্খলতা ইত্যাদি বহুবিধ আপত্তি দেখাইয়া সুধাংশু কুমার ইতি মধ্যেই সিংহগড়ে চলিয়া গেল। মাতা অনেক প্রতিকুল ঘটনা চিন্তা করিয়া ভুষণ চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা কেন এমন হইল ? নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণও বলাবলি করিতে লাগিল—"যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়্‌সির ঘুম নাই, ইত্যাদি ইতাদি।

কুমুদিনী একদিন ভুষণ চন্দ্রকে বলিল—"তবে এবিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেও।"

ভূষণ আপত্তি করিয়া বলিল—"না দিদি।"

ভূষণ চন্দ্র কুমার জ্যোতি প্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট সুধাংশুর বিবাহের কথা বলিল ; জ্যোতি বাবু আনন্দিত হইয়া সুধাংশুকে কয়েক দিনের অবকাশ প্রদান করিলেন।

জ্যোতি বাবু সুধাংশু কুমারের ভাবী পত্নীর জন্য অনেক বহু মূল্য দ্রব্য ও উপহার পাঠাইলেন।

আর যায় কোথা ! সিংহগড় হইতে ভূষণ চন্দ্র সুধাংশুকে বন্দী করিয়া বিবাহ বাটীতে লইয়া আসিল।

আত্মীয় বন্ধুগণের আমোদ আহ্লাদের মধ্য দিয়া সুধাংশু কুমারের শুভ বিবাহ শুভলগ্নে সমাপ্ত হইয়া গেল।

কেবল এক জনের নিকট সুধাংশুর বিবাহের কথা গোপন রহিল। আর সকলেই জানিল ;—আর সকলেই সুধাংশু কুমারের বিবাহে আনন্দ উপভোগ করিল ; কিন্তু নলিনী তাহা জানিল না। বোধ হয় জানিতে পারিলে তাহার একথাও ভাল লাগিত না।

জ্যোতি বাবু একটী সর্ব্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন সুন্দর যুবকের সহিত কুমারী নলিনী সুন্দরীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

এই যুবকের নাম—দেবীপ্রসাদ দত্ত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।



দ্বিতীয় খণ্ড।



নেক্‌লেস্।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইহার পর আরও তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই তিন বৎসরে সংসারের বহুবিধ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুমার জ্যোতি প্রসাদ রায়ের স্মৃতিও অনেকের হৃদয় হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছে। জ্যোতি বাবু আর ইহ সংসারে নাই; তাঁহার সংসারের সমুদয় খেলার অবসান হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশু কুমারের সিংহগড়ের কর্ত্তৃত্ব ভারও অপহৃত হইয়াছে।

নলিনীর স্বামী দেবী প্রসাদ এখন শশুরের ত্যক্ত যাবতীয় ষ্টেটের তত্ত্বধান করিতেছে। দেবী প্রসাদের আর সকল গুণ থাকিলেও সরলতা

তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। দেবী প্রসাদ বনিয়াদী বংশে জন্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার চাল চলন, লোকের সহিত আচার ব্যবহার দাম্ভিকতা পূর্ণ সদর্প উক্তি অনেক ভদ্র সন্তানের হৃদয়ে কঠিন ভাবে আঘাত করিত।

দয়াদাক্ষিণ্যগুণে জ্যোতি বাবু সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণের বৃত্তিদান; নিষ্কর ভূমিদান ইত্যাদি শত শত কার্য্যে তাহার যেরূপ উৎসাহ যেরূপ আনন্দ দেখা যাইত;—তাহাতে লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। জ্যোতি বাবু পরলোকে গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সেই সমুদয় স্মৃতি তাঁহাকে সংসারের মধ্যে জড়াইয়া রাখিয়াছে।

দেবী প্রসাদ নলিনীকে বলিল—"একি অন্যায়। ব্রাহ্মণ জমি ভোগ করিবে; আর আমরা রাজস্ব দিয়া জমিদারী রক্ষা করিব। ইহা কথনই হইতে পারে না।"

দেবী প্রসাদের ইচ্ছা—ব্রাহ্মণের নিঃস্কর জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা আপন সরকার হইতে উচ্চহারে বিলি বন্দোবস্ত করা।

নলিনী স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতে পারিল না। নলিনী বিষয় সম্বন্ধে বা কি বুঝিতে পারে?

দেবী প্রসাদ বলিল—"সুধাংশু কুমার ঘোষের নামে দেড় শত বিঘা জমি নাখেরাজ দেওয়া আছে। একটী লোকের উপর এত দয়া কেন?"

নলিনী উত্তর করিল—"বাবা তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন।"

দেবী প্রসাদ বলিল—"ভালবাসার পুরস্কার কথনই এত অধিক হইতে পারে না। আমি সুধাংশু ঘোষের জমি বাজেয়াপ্ত করিব।"

নলিনী অনেক আপত্তি করিল। কিন্তু দেবী প্রসাদ পত্নীর কোন আপত্তি শুনিল না। ম্যানেজারকে ডাকিয়া দেবী প্রসাদ সুধাংশু কুমারের জমি বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম জারি করিল।

নলিনী আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

সূক্ষ্মদর্শী ম্যানেজার বাবু বুঝিলেন—সুধাংশু কুমারের উপর দেবী প্রসাদের যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ ফলে সুধাংশুকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। ম্যানেজার দেবী প্রসাদকে বলিল—কর্ত্তা ইচ্ছা করিয়া সুধাংশুকে এই সামান্য বিষয়টুকু দিয়া গিয়াছেন, আপনার সেটুকু——

বাধা দিয়া দেবী প্রসাদ বলিল—"আমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার তোমার নাই। আমার আদেশ পালনই তোমার কর্ত্তব্য।

ম্যানেজার জ্যোতি বাবুর আমলের লোক। সে আজ ১৪।১৫ বৎসর এই ষ্টেটে কাজ করিতেছে। জ্যোতি বাবুর যে তাঁহার কার্য্য তৎপরতায় বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন তাহার বলা বাহুল্য। জ্যোতি বাবুর নিকট এই ম্যানেজার বৃদ্ধ শঙ্করী প্রসাদ দত্ত এক দিনের জন্য একটা কড়া কথা শুনেন নাই। যুবক দেবী প্রসাদ আজ বৃদ্ধের সে অহঙ্কার দূর করিল।

শঙ্করী প্রসাদ কাছারী ঘরে আসিয়া অপরাপর আমলাদের নিকট বলিল—"যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে আমাদের ভবিষ্যতে মান বাঁচান কষ্টকর হইবে।" বৃদ্ধ স্বর্গীয় জ্যোতি বাবুর পুণ্যময় কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিল।

শীঘ্রই সুধাংশু কুমার ঘোষের নামে ঐ দেড় শত বিঘা জমির তিন বৎসরের খাজনা সাড়ে চার শত টাকার বাবত আলিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফ কোর্টে নালিশ দায়ের হইল। শঙ্করী প্রসাদ দত্ত কি ভাবিয়া তাড়া তাড়ী আপনার যাবতীয় নাথেরাজ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফেলিল।

সুধাংশু কুমার, দেবী প্রসাদের এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কি উপায় করা কর্ত্তব্য—সুধাংশু, ভূষণ ও নলিনী কান্তের নিকট তাহার জন্য সৎযুক্তি লইল। "জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়" ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিয়া মাতা সুধাংশুকে দেবী প্রসাদের সহিত আপোষে মিমাংসা করিয়া লইবার অনুমতি করিলেন। সুধাংশু মনে মনে অনেক ভাবিয়া একদিন দেবী প্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

দেবী প্রসাদ তখন কাছারী ঘরে সদর সেরেস্তায় বসিয়া বাজেয়াপ্ত নাথেরাজ ও ব্রহ্মত্তরের হিসাব দেখিতেছিল। সুধাংশু কুমার বিনত ভাবে দেবী প্রসাদকে নমস্কার জানাইল।

দেবী প্রসাদ একবার সুধাংশুর মুখের দিকে চাহিয়া—পরক্ষণেই আপনার সংযত দৃষ্টি হিসাবের কাগজাতের উপর নিক্ষেপ করিল। সুধাংশু কুমার নিরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেক ক্ষণের পরে দেবী প্রসাদ সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি চাও?"

সুধাংশু কুমার দেবী প্রসাদের এই দাম্ভিকতাপূর্ণ প্রশ্নে মরমে মরিয়া গেল। একবার তাহার মনে হইল সর্ব্বস্ব যায় যাক তথাপি এমন

পাষণ্ডের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিব না। কিন্তু পরক্ষণেই বিবেক আসিয়া তাহার আত্ম গরিমার স্থান অধিকার করিল। বিবেক বুদ্ধি প্রণোদিত সুধাংশু কুমার বিনত ভাবে দেবী প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার নামে নালিশ করিলেন কেন?"

দেবী প্রসাদ উত্তর কহিল—"তুমি খাজনা দেও না কেন? এত আর কাহারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। খাজনা দিতে না পারিলে জমি থাকিবে কেন?"

সুধাংশু বলিল—মহাশয়! আমি আপনার মালের জমির রাজস্ব ঠিক নিয়মিত সময়েই দিয়া আসিতেছি। স্বর্গীয় কর্ত্তা বাবু আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই জমি টুকু নিষ্কর দিয়া ছিলেন।

দেবী প্রসাদ উত্তর করিল—"কর্ত্তা বাবুর নিষ্কর দিবার কোন অধিকার ছিল না। যাহাদের বিষয় লাটের কিস্তীর দিন টাকা দিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট হস্তান্তর করিতে পারেন তাঁহারা কিরূপে অপর এক জনকে লাখেরাজ দেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

রাগে সুধাংশুর সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে যে আপন স্বার্থের জন্য রাগ করিয়াছিল—তাহা নয়;—যুবক দেবী প্রসাদের কর্ত্তৃত্ব ভাব স্বর্গীয় দেবপম জ্যোতি প্রসাদ বাবুর কার্য্য কলাপের উপর শোভা পায় ইহা তাহার পক্ষে একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। সুধাংশু বিনম্র গর্ব্বস্বরে বলিল—"স্বর্গীয় মহাত্মা বোধ হয় আপনার মত বিবেচনা বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না।"

কিন্তু দেবী প্রসাদের তাহা ভাল লাগিল না ! দেবী প্রসাদ বলিল সুধাংশু ! চুপ কর। তোমার ন্যায় বালকের এরূপ ধৃষ্টতার পুরস্কার কি জান ?

সুধাংশু বলিল—"আজ্ঞে না।"

সুধাংশু চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবী প্রসাদের সহিত সুধাংশু কুমারের এই খাজনার মোকর্দ্দামা সহজে মিটিয়া গেল না। নিম্ন আদালতে সুধাংশু কুমারের আপত্য মঞ্জুর হইল। জ্যোতি বাবু তাহাকে যে নাখেরাজ দিয়া গিয়াছিলেন তাহার রীতিমত কাগজাত সুধাংশু কুমারের নিকট ছিল। দেবী প্রসাদ সুধাংশু কুমারকে কোন রূপে খাজনার দায়ী করিতে পারিল না।

নিম্ন আদালতে এই মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্য হইয়া গেলে দেবী প্রসাদ জর্জ কোর্টে আপিল করিল। আপিল মঞ্জুর হইল;—দীর্ঘ দুই বৎসরের পর এই মোকর্দ্দামার শেষ হইল। ফলে নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রহিল। দেবী প্রসাদ এবারেও হারিয়া গেল।

দুইবার অকৃতকার্য্য হওয়ায় সুধাংশু কুমারের উপর দেবী প্রসাদের বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিয়া গেল। দেবী প্রসাদ হাইকোর্ট আপিল করিলেন। মোকর্দ্দামার খরচা দিতে সুধাংশু কুমারকে সর্ব্বস্বান্ত করাই এখন দেবী প্রসাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সুধাংশু কুমার দেবী প্রসাদের এ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহার ন্যায় কর্ত্তব্য প্রিয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবক হঠাৎ পরাভব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিল না। সুধাংশু কুমার আপনার গোপাল পুরের ক্ষুদ্র চকখানি বন্ধক রাখিয়া মোকর্দ্দামার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কৃতসংকল্প হইল।

দেবী প্রসন্ন সুধাংশুকে বিপদস্থ করিবার জন্য অনেক কৌশল জাল বিস্তার করিল। স্বার্থের জন্য ;—নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য ;—প্রজার শোণিত সম অর্থ শোষণের জন্য ;—বঙ্গীয় জমিদারগণ সময়ে সময়ে যেরূপ অধর্ম্ম জনক গর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন ; সুধাংশু কুমারকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য দেবী প্রসাদও সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন।

ভূষণ চন্দ্র ও নলিনী কান্ত সুধাংশুকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক সৎপরামর্শ দিল। কিন্তু সুধাংশু তাহা শুনিল না। মাতা পুত্রকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন—না হয় ওই সামান্য খাজনা দিতে স্বীকার হইয়া সকল দিক রক্ষা কর। একটু খানির জন্য সর্ব্বস্ব হারান বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

কিন্তু মাতৃভক্ত সুধাংশু মায়ের সে পরামর্শ শুনিল না। দুষ্টসরস্বতী তাহার স্কন্ধের উপর যে ভাবে একাধিপত্য করিতেছিল ;—যে ভাবে তাহাকে চালিত করিতেছিল ;—সুধাংশু সেই ভাবেই পরিচালিত হইল।

সুধাংশু মাতাকে বুঝাইল—ভগবান দিয়াছেন, তিনি যদি আবার কাড়িয়া লন—কাহারও রক্ষা করিবার হাত নাই। অদৃষ্টে যদি সুখ না থাকে তাহা হইলে সুখী হইব কিরূপে ?

মাতা বিষন্ন বদনে বলিলেন—"সুধাংশু ! তুইত নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিস্, কিন্তু শেষের উপায় কি করলি ?"

মাতা একটী সদ্য প্রফুটিত কুসুম সম সুন্দর বালককে সুধাংশুর কোলের উপর দিয়া বলিলেন—"জ্যোৎস্না কুমারের উপায় কি করে যাচ্ছিস্ সুধাংশু ?"

সুধাংশুকুমার বালক জ্যোৎস্নাকুমারকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল—ভগবান আছেন।

সুধাংশু, জ্যোৎস্নাকুমারকে কোলে লইয়া তাহার সুন্দর সহাস্য মুখ খানির দিকে আপন বিশাল নয়নের ক্ষীণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—জ্যোৎস্নাকুমার! তোমাকে আমি পথে বসাইতেছি, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন আমি অন্ধকারের দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছি। আমি কি পাষাণ!

সুধাংশু নিরব হইল। নানাবিধ দুঃশ্চিন্তায়—নানাবিধ ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার সেই অন্ধকারময় হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে—তাহার সেই কর্ত্তব্য পূর্ণ জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য সমূহের মধ্যে বালক জ্যোৎস্নাকুমারের সুন্দর মুখের সুন্দর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার শত শত দুঃশ্চিন্তা যেন সেই শিশুর হাসির লহরীর মধ্যে ডুবিয়া গেল। সুধাংশু আকুল প্রাণে জ্যোৎস্নাকুমারকে আপন বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সেই সুন্দর মুখে একটী চুম্বন দিল।

সুধাংশু ভাবিল—"আমি কি মূর্খ! সামান্য একটু স্বার্থের জন্য আমি সর্ব্বশান্ত হইতে বসিয়াছি; একটুর জন্য সমস্তই শত্রুর শ্যেন দৃষ্টির উপর নিক্ষেপ করিতেছি। আত্ম অহঙ্কারেঃ বশীভূত হইয়া আমি আমার নিজের স্বার্থের প্রতিবন্ধক হইতেছি।

সুধাংশু মনে মনে সঙ্কল্প করিল—আর নয়। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর একবার স্বয়ং দেবী প্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া, আত্মকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

সুধাংশু আবার ভাবিল আমার অপরাধ কি? আমিত পূর্ব্ব হইতেই দেবী প্রসাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ছিলাম;—সরল ভাবে তাহার নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু ফল কি হইল? আত্ম অহঙ্কার যাহার শিরোভূষণ—দাম্ভিকতাই যাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি তাহার নিকট অনুগ্রহ লাভের আশা কি কেবলমাত্র দুরাশা পূর্ণ নয়? প্রতিহিংসা পরায়ণ ক্রুর প্রকৃতি সম্পন্ন দেবী প্রসাদ আদালতের প্রকৃত বিচারে সাধারণের সম্মুখে দুই দুই বার অকৃত কার্য্য হইয়াছে, সেকি আমাকে ক্ষমা করিবে? সেকি আমাকে আমার ন্যায় সহজেই ছাড়িয়া দিবে?

সুধাংশু যতই ভাবিল ততই তাহার মনে হইল—এ চেষ্টা বৃথা। কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? রাজার নিকট প্রজার আবার মান অপমান কি? লোকে নিন্দা করিবে, লোকে আমাকে কাপুরুষ বলিবে, ক্ষতি কি? লোক নিন্দার ভয়ে জীবনের সকল আশা সকল অবলম্বন বিচ্ছিন্ন করা কি যুক্তি সঙ্গত? জমিদার পিতৃ স্বরূপ, পিতার নিকট সন্তানের;—জমিদারের নিকট প্রজার আবার অনাদর কোথায়?

সুধাংশু মনে মনে স্থির করিল—যেমন করিয়া হউক দেবী প্রসাদের নিকট সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

আপিলের মোকর্দ্দামার দিন আসিল। ধার্য্যদিনে উভয়েই আদালতে উপস্থিত হইল। মোকর্দ্দামার বিচার হইবার পূর্ব্বে সুধাংশু দেবী প্রসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কর জোড়ে বলিল—আর কেন দেবী বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন।

দেবী প্রসাদ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়া এক প্রকার বিকৃত স্বরে বলিল—কেন এর মধ্যে কি মোকর্দ্দামার সাধ মিটিল নাকি?

সুধাংশু কাতর কণ্ঠে বলিল—আপনী ভূস্বামী-রাজা। আমি একজন সামান্য প্রজা মাত্র। আমাকে আপনি দয়া করুন।

দেবী প্রসাদ অম্লান বদনে উত্তর করিল—"দয়া আমার হৃদয়ে নাই।" কিন্তু সুধাংশু মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল—"যেমন করিয়া হউক সে দেবী প্রসাদের সহিত আপোষ করিয়া লইবে।" কতকটা স্বার্থের উপরোধে; সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থ তাহার প্রাণাধিক শিশু পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ন কষ্ট নিবারণের জন্য সে আজ দৃঢ় সংকল্প করিয়া আসিয়াছে। আজ সে দেবী প্রসাদের আদেশ পালন করিয়া,—তাহার জেদ বজায় রাখিয়া নিজে তাহার নিকট পরাস্ত স্বীকার করিবে ইহা সুধাংশুর ইচ্ছা। কিন্তু তাহা হইল না।

সুধাংশু দেবী প্রসাদকে বলিল—নিম্ন আদালতে সমস্ত খরচার জন্য আপনি দায়ী হইয়াছেন, আমি তাহার এক কপর্দ্দক ও চাইনা। আমাকে ক্ষমা করিয়া,—"আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া প্রজা বলিয়া আপনার চরণে স্থান দিন।"

সুধাংশু আকুল নয়নে দেবী প্রসাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পাষাণ দেবীপ্রসাদ সুধাংশুর মর্ম্মে আঘাত করিয়া বলিল—"সরিয়া যাও।"

* * *

সেই দিনই মোকর্দ্দামার বিচার শেষ হইয়া গেল। রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জানিতে পারিল মোকর্দ্দামায় নিম্ন আদালতের রায় বাহাল হইয়াছে। সুতরাং দেবী প্রসাদ একবারেও হারিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হাইকোর্টের মোকর্দ্দামায় চূড়ান্ত নিস্পত্তির ফলে যে দিন সুধাংশু কুমারের আপত্য মঞ্জুর হইল সেই দিন হইতে দেবী প্রসাদের সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। সুধাংশুকুমার অনেক টাকার খরচার ডিক্রি পাইল।

উদ্ধত স্বভাব সম্পন্ন দেবী প্রসাদের সে দিনকার আচার ব্যবহার সুধাংশু কুমার ভুলিতে পারিলনা। দারুণ অপমানে মরমে মরিয়া গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—"ওয়ারেণ্ট করিয়া খরচার জন্য দেবীপ্রসাদকে প্রকাশ্য রাজপথে অপমান করিয়া প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইব।"

নিম্ন আদালত হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত সুধাংশু কুমার যে সমস্ত খরচার ডিক্রি পাইয়াছিল তাহা জারী করিল ; এবং দেবী প্রসাদকে দস্তক জারীর দ্বারা টাকা আদায়ের জন্য আদালতের নিকট প্রার্থনা করিল।

কিন্তু সেই দিন কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সুধাংশু কুমারের জ্বর হইল। অত্যধিক পরিশ্রম,—অতিরিক্ত চিন্তায় কয়েকদিন পূর্ব্বেই তাহার শরীর এত খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে—তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারা যাইত না। এই কয়েক বৎসরে তাহার সুকুমার দেহের সুন্দর সৌন্দর্য্য কালিমা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

জ্বরের অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুবোধ ও সুশীল কুমার জ্যেষ্ঠের অবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া পড়িল। ভূষণ চন্দ্র তাহার প্রিয়তম বন্ধুর এই বিপদের সময় যথেষ্ট সাহায্য করিতে ক্রটী করিল না। কিন্তু ফল অন্যরূপ হইল।

সুধাংশু কুমার এক মাস শয্যাগত রহিল। এই পূর্ণ একমাস ডাক্তার দেখান ইত্যাদিতে অনেক খরচ পত্র ও হইয়া গেল। একে মোকর্দ্দামায় তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে,—তাহার উপর এই কঠিন পীড়ার চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ; সুধাংশুকুমারের সংসার অচল হইয়া উঠিল।

গোপাল নগরের চকও এই সময় দেন ডিক্রিতে নিলাম হইয়া গেল। অন্যান্য ঠিকা ও ক্ষুদ্র নিষ্কর ইতি পূর্ব্বেই মোকর্দ্দামা খরচের জন্য হস্তান্তর করিতে হইয়াছিল। মোটের উপর এই ক্ষুদ্র পরিবারের যাবতীয় আয়ের পথ একে বারে বন্ধ হইয়া গেল।

সম্বলের মধ্যে সুশীল কুমারের মাহিনার টাকা কয়টী। এই সামান্য আয়ে সংসারের কোন অভাবই দূর হইত না। রোগ শয্যায় শুইয়া সুধাংশু সংসার ভাবনায় বিব্রত হইয়া পড়িল।

অর্থহীন দারিদ্র জীবনের শত শত বিড়ম্বনা সুধাংশুকুমারের রোগ-ক্লিষ্ট নিষ্প্রভ নয়ন সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল।

সুধাংশুকুমার মনে মনে ভাবিল—শেষ সম্বলের মধ্যে অন্নপূর্ণার গায়ের গহনা কয়খানি। কিন্তু কোন প্রাণে কেমন করিয়া সেই দেবী প্রতিমার নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইব। জীবনে সুখের সময় নিজের সুখের জন্য কাতর হইয়াছিলাম; তখন ওই অনাথিনী যুবতীর দিকে ফিরিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। তখন ত প্রিয়তমাকে মনের মতন করিয়া সাজাইবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগে নাই।

সাত পাঁচ ভাবিয়া সুধাংশুকুমার অন্নপূর্ণাকে নিকটে ডাকিল। সরল প্রতিমাময়ী অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে স্বামীর নিকট আসিয়া বলিল—"ডাক্‌ছ কেন ?"

সুধাংশু পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। এই কয়দিন স্বামীর কাছে কাছে থাকিয়া দিবারাত্রি স্বামীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া অন্নপূর্ণার সে সোনার মত চেহারা কালি হইয়া গিয়াছে। সুধাংশু কুমার অন্নপূর্ণার হাতখানি ধরিয়া বলিল—হাতখানা খালি যে,—"গহনা কোথায় ?"

সুধাংশুর ধারণা ছিল অন্নপূর্ণার গহনা কয়খানি এখনও তাহার নিকট আছে। কিন্তু এতক্ষণের পর তাহার সে আশায় ছাই পড়িল। সুধাংশু বুঝিতে পারিল তাহার জন্য অন্নপূর্ণাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। সুধাংশু কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল—"অন্নপূর্ণা! পরমেশ্বর আমাকে এই ফল দিলেন। তোমার গয়না কয়খানিও রাখিতে পারিলাম না।

অন্নপূর্ণা আপন গলদেশ হইতে এক ছড়া "নেক্‌লেস্‌" বাহির করিয়া বলিল—"এখনও আমার সব আছে। এখনও আমি রাজরাণী, আমার শেষ সম্বল পর্য্যন্ত যতক্ষণ না ফুরাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার অসুখের বিশেষ চেষ্টা করিব। নিজের প্রাণ দিয়াও যদি তোমার প্রাণ রাখিতে পারি তাহারও চেষ্টা করিব। যাহার জন্য আমার জীবনের দরকার,—যাহার তৃপ্তির জন্য আমার বেশভূষা; তাহাকে সুস্থ করিতে পারিলে আমার আবার সবই হইবে।

অন্নপূর্ণার কথা কয়টী সুধাংশুর হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিল। তাহার সেই রোগ তাপ পীড়িত জীবন, আবার ভবিষ্যৎ সুখের আশায় ব্যাকুল

হইয়া উঠিল। সুধাংশু ধীরে ধীরে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কিন্তু অন্নপূর্ণা! জীবনের শেষ দিন আসিয়াছে, আর বোধ হয় বেশী দিন তোমাকে দেখিতে পাইব না। শেষ জীবনে সকলকে দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া গেলাম—এই দুঃখ রহিল।

সহিষ্ণুতায় বুক বাঁধিয়া অন্নপূর্ণা বলিল—"ভগবান অবশ্যই দাসীর প্রতি কৃপা করিবেন।"

সুধাংশু আপনার রোগক্লিষ্ট ক্ষীণ বদন প্রান্তে একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল—"ডা ক্তারেরা আমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে।"

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—"ডাক্তারেরা সব বলে।"

সুধাংশু বলিল—"একখানি কাগজ ও দোয়াত কলমটী আনিয়া দেও। আমি একখানি পত্র লিখিব।

অন্নপূর্ণা লেখনি প্রভৃতি সরঞ্জম আনিয়া দিল। সুধাংশু কাগজ কলম লইয়া অনেকক্ষণ একমনে কি চিন্তা করিল।

পরে লিখিতে আরম্ভ করিল—

প্রিয়তম!

অতীতের সুখদীপ্ত স্মৃতি আজ আবার তোমার নিকটেই ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। জীবন দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ;—আশা করি শেষ বিদায়ের দিন দেখা দিতে কুণ্ঠিত হইবেনা।

তোমারই

সুধাংশু।

পত্রখানি ধীরে ধীরে লেফাফা বন্ধ করিয়া বালক চাকর অজিতকে ডাকিয়া সুধাংশু বলিল—"এক কাজ কর্‌তে পার অজিত ?"

অজিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কাজ বাবু ?"

"চিটী খানা নলিনীকে দিয়ে আস্‌তে পারবে ? যেন দেবী প্রসাদ জান্‌তে না পারে।

অজিত প্রতিজ্ঞা করিল—পার্‌বো।

পত্রখানি লইয়া অজিত মুহূর্ত্ত মধ্যে বাটী হইতে নিঃক্রান্ত হইয়া গেল।



দীননাথ জিজ্ঞাসা করিল—"তাই বুঝি রাণীমার কাছে আসিয়াছিস্ ?" আচ্ছা চল;—বোধ হয় রাণীমা এখন তাঁর ফুলবাগানে আছেন, আমি তোকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিব।

অজিত কৃতজ্ঞতার সহিত বলিল—"তা'হলে তোকে ভোর পেট মুড়ী মুড়কী খাইয়ে দেবো।

দীননাথ পেট ভরা মুড়ি মুড়কী খাইবার লোভে তাড়াতাড়ী আপনার হাতের কাজ সারিয়া লইল। অজিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজা বাবু কোথায় ভাই ?"

দীননাথ বলিল—তিনি এখনও বাড়ী আসেন নাই। দশটা না বাজিলে বাবু বাড়ীর মধ্যে যান না।

অজিত উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দীননাথকে আরও পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। দীননাথ অজিতকে লইয়া নলিনীর নিকট গমন করিল।

তখন সূর্য্যদেব রক্তিমবরণে পশ্চিমাকাশের পানে ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। ধীর সমীরণ পুষ্করিণীর শীতল জলে গা ধুইয়া ধীরে ধীরে জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিচরণ করিতেছিল।

নলিনী ঠিক সেই সময় তাহার সযত্ন রক্ষিত ফুল বাগানে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিল। অস্তোন্মুখ রবির ক্ষীণ আলোক রশ্মি দীপ্তমান সুবর্ণ স্তবকের ন্যায় শ্রীমতি বেলার অর্দ্ধোস্ফুট মুখের উপর কেমন সুন্দর ভাবে পতিত হইয়া নিরবে বিদায় প্রার্থনা করিতে ছিল,—নলিনী একমনে তাহাই দেখিতেছিল। নলিনীর মনে হইল—এক দিন ঠিক এমনি সময়ে —এখনি উন্মেষোন্মুখ যৌবনের প্রারম্ভে সুধাংশুকুমার দীন নয়নে মলিন বদনে তাহার নিকটে বিদায় লইয়াছিল। অমনিভাবে সে তাহার যৌবন

প্রাণ একজনকে উপহার দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। নলিনীর অদৃষ্টে সে সন্ধ্যা আসিয়াছে। নলিনী এখন সুধাংশু কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া,—সুধাংশু কুমারকে ভুলিয়া গিয়া দেবী প্রসাদকে আপন জীবন যৌবন উপহার দিয়াছে।

নলিনী ভাবিল—"এ দোষ কাহার? সেত স্বেচ্ছায় দেবী প্রসাদকে আপন জীবন দান করে নাই, সেত নিজের ইচ্ছায় সুধাংশু কুমারকে ভুলিতে সাধ করে নাই। নলিনী ভাবিল, নলিনী আকুল হইয়া উঠিল।

দীননাথ ঠিক সেই সময়ে অজিতকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী দীননাথকে জিজ্ঞাসা করিল—কি জন্য দিননাথ?

দীননাথ নলিনীর মধুর সম্বোধনে—ক্ষণকালের জন্য আপনার হৃদয়ের সকল ভাব ভুলিয়া গেল। সে যে অজিতকুমারের জন্য সুপারিস করিতে আসিবার সময় পথে কত কথা মনে মনে কল্পনা করিয়া নলিনীর কাছে আসিয়াছিল—তাহা সেই জানিত। কিন্তু সে সকল কথা আর প্রকাশ হইল না। দীননাথ কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল—"রাণীমা এই ছেলেটী"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দীননাথ চুপ করিল। নলিনী অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দীননাথ তোমার কে হয়?

অজিত বলিল—কেউ হয়না মা। আমি আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কি দরকার?"

অতি সন্তর্পনে কাপড়ের একপ্রান্ত হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া

অজিত কুমার ধীরে ধীরে নলিনীর হাতে দিল। নলিনী পত্র খানি হাতে করিয়া অজিতকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ পত্র কে দিয়েছে ?"

অজিত বিনত ভাবে বলিল—"সুধাংশু বাবু।"

নলিনী পত্রের আবরণ উন্মোচন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি কেমন আছেন ?"

কাঁদ কাঁদ মুখে অজিত বলিল—"বাবু বোধহয় এ যাত্রা বাঁচিবেন না।"

নলিনী এক নিশ্বাসে সমুদয় পত্রখানি পড়িয়া লইল।

কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া অজিত কুমার ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে একখানি সুন্দর ব্রুহাম বিলাসপুরের রাজপথ অতিক্রম করিয়া সুধাংশুর বাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সুশীল চন্দ্র ও ভূষণচন্দ্র দরজার ঘরে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল—তাহারা তাড়াতাড়ী বাহির হইয়া আসিল। গাড়ীর ভিতর হইতে একটী যুবক ও একটী যুবতী বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সুধাংশু বাবুর কি এই বাড়ী ?"

সুশীল ও ভূষণচন্দ্র দুইজনেই যুবককে অভ্যর্থনা করিল। নমস্কার প্রতি নমস্কার প্রভৃতির পর দুইজনেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দুইজনেই সুধাংশুকুমারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুধাংশুর রোগ শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সুশীলকুমার একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া দিয়া বলিল—"বসিবার আসন দিই এমন সঙ্গতিও আমাদের নাই। যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন তবে বোধ হয় এই আসন গ্রহণ করিতেও কোনরূপ অন্যমত করিবেন না।"

যুবক দেবীপ্রসাদ, বিনত সুশীলকুমারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"বসিবার জন্য পৃথক আসনের বোধ হয় প্রয়োজন হইবেনা। আপনারা এত সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন ?"

দেবীপ্রসাদ সুধাংশুকুমারের পদতলে—শয্যার একপ্রান্তে উপবেশন করিল। নলিনী তখনও রোগক্লিষ্ট সুধাংশুকুমারের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছিল।

আজ সুধাংশুর অসুখ বাড়িয়াছে। আর ডাক্তার দেখাইবার ক্ষমতা নাই, উপায়াভাবে সুধাংশুকুমার আজ মৃত্যুর আলিঙ্গনে নিযুক্ত। সুধাংশু

এতক্ষণ নিরবে শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছিল, কিন্তু রোগ যন্ত্রণা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সুধাংশু স্তিমিত দৃষ্টিতে একবার ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরক্ষণেই আপনার ক্ষীণ দৃষ্টি নলিনীর আরক্তিম বদন মণ্ডলের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—"নলিনী! প্রাণের নলিনি! শেষ দেখা করিতে আসিয়াছ কি? দেবী বাবু কোথায়?

নলিনীর ইন্দিবরতুল্য নয়নযুগলে অশ্রুধারা ফুটিয়া উঠিল। দেবী প্রসাদ সুধাংশুর নয়ন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"এই যে ভাই সুধাংশু! এই যে আমি তোমার নিকটেই আছি।

আকুল কণ্ঠে দেবীপ্রসাদ সুধাংশুকে এই কয়টী কথা বলিল। সুধাংশুর এই শেষ সময়ের শেষ দৃশ্য—দেবীপ্রসাদের হৃদয়ে ভীষণভাবে আঘাত করিল। দেবীপ্রসাদ মনে মনে ভাবিল—"আমি কি পাষাণ, আমি কি স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের জন্য এক জনের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, নিজের স্বার্থের জন্য একটা সোনার সংসার মাটী করিয়াছি। আমি পাপী, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

তারপর হাইকোর্টের শেষ বিচারের দিনের সুধাংশুর সেই সরল ব্যবহার;—দেবীপ্রসাদের দাম্ভিকতাময় সদর্প উক্তি একে একে তাহার মনে পড়িল। সুধাংশু যখন করজোড়ে দেবীপ্রসাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিল—শরণাগত সুধাংশুকে যখন দেবীপ্রসাদ উপেক্ষা করিয়াছিল;—সেই সময়ের সমুদয় কথা একে একে দেবীপ্রসাদের মনে পড়িল। দেবী প্রসাদ আকুল কণ্ঠে সুধাংশুর হস্তধারণ করিয়া বলিল—"সুধাংশু! একদিন তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিলে একদিন আমি আত্মগরিমার অহঙ্কারে তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলাম,—

সেই তুমি, সেই আমি। আজ আবার আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আমাকে কি ক্ষমা করিবেনা ভাই?

সুধাংশুর হাত দুইখানি ধরিয়া দেবীপ্রসাদ বলিল—জীবনে কখনও সরলতার ব্যবহার করি নাই। আমাকে কি সরল প্রাণে ক্ষমা করিবেনা সুধাংশু?

সুধাংশু কোন কথা বলিতে পারিলনা। দেবীপ্রসাদের কোলের উপর আপনার দক্ষিণ হস্ত খানি অর্পণ করিয়া তাহাকে কোলের দিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল।

নলিনী কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল—"সুধাংশু! প্রাণের সুধাংশু! জীবনের অনেক ভার;—অনেক স্মৃতিচিহ্ন লইয়া আজ তোমার নিকট ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিলাম। আমার কি এ সমস্ত অতীত স্মৃতি ফিরাইয়া লইবে না?

সুধাংশু ধীরে ধীরে সুশীল কুমারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—ভাই সুশিল! এক বার জ্যোৎস্নাকে আন না!

সুশীল অনতিবিলম্বে জ্যোৎস্নাকুমারকে আনিয়া দিল।

সুন্দর বালকের সুন্দর অমিয় মাখান সরল হাসি নলিনীর প্রাণের মধ্যে কি যেন এক অব্যক্ত ভাবের সমবেশ করিয়া দিল। নলিনী প্রাণের ব্যথা হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া জ্যোৎস্নাকুমারকে কোলে করিয়া বলিল;—"এ ছেলেটী কার সুশীল বাবু?"

সুধাংশু ধীরে ধীরে বলিল—"মরিবার সময় আজ আমি তোমাদের দু'জনের হাতে এই ছেলেটীকে দিয়া গেলাম। আমার আর বেশী বলিবার

কিছুই নাই ;—"অনাথ জ্যোৎস্নাকুমার পিতৃ পরিত্যক্ত" এইটুকু স্মরণ রাখিবেন দেবি বাবু !

দেবীপ্রসাদ নলিনীর কোল হইতে জ্যোৎস্নাকুমারকে আপনার কোলে লইল। কিন্তু দেবীপ্রসাদের কোল তাহার ভাল লাগিল না। নলিনীর কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য জ্যোৎস্নাকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বালক তাহার গোল গোল সুন্দর টুকটুকে হাত দুইখানি বাহির করিয়া নলিনীর কোলে যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। নলিনী জ্যোৎস্নাকুমারকে কোলে লইল। জ্যোৎস্নাকুমার যেন কতই আনন্দে নলিনীর গলদেশ লম্বিত "নেকলেস্" ছড়াটী আপন ক্ষুদ্র হস্তে টানিয়া ধরিয়া ;—তাহার সুন্দর মুখের দিকে আপন দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিল—"মা !"

নলিনীর প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে আপন হার ছড়াটী জ্যোৎস্নাকুমারের গলায় দিয়া,—জ্যোৎস্নাকুমারকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"কেন বাবা।"

সুধাংশুকুমারের মৃত্যু-জালা-বৃত শীর্ণ অধর প্রান্তে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সমাপ্ত।

